গাংনীতে লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীর লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্ভোধন করা হয়েছে।

রোববার(১৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে প্রধান অতিথী হিসেবে ভবনের উদ্বোধন করেন সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান ও বিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ শহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে খেলার সামগ্রী প্রদান করেন ও বাউন্ডারি ওয়াল,শহীদ মিনার ও কম্পিউটার ল্যাব প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান মকলেচ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদখোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মাসিক সুদ ৫০০০ হাজার টাকায় ৩০০ টাকা ! এই হারেই সুদ আদায় করছেন অবৈধ সুদ কারবারি। সুদের টাকা গ্রহীতা দিতে ব্যর্থ হলেই শুরু হয় নানা অত্যাচার কোথাও কুপ্রস্তাব,কোথাও মামলা-মোকোদ্দামা।

মাদারীপুর কোর্টে ৪০৬,৪২০ ধারায় একটি প্রতারণার মামলা করে ঐ থানার করম আলীর ছেলে ঈদ্রিস তালুকদার। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে হরিণাকুণ্ডু থানার ইসলাম উদ্দীন, পিতা মফিজ উদ্দীন ৭/১৭ ধারায় একটি মামলা করেন ঈদ্রীস, শফি উদ্দীন ও মাহাবুবের নামে এবং ধারনা করা যাচ্ছে যে,ওদের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার একটি পরিকল্পনা হয়। পরে এদের মধ্যে মতোনৈক্যের ঘটনা ঘটে এবং হুমকী ধামকীর সুত্রপাত ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছি বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় দুইজন গুরুতর আহত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় সকাল ১০ দিকে স্কুলের সামনে ইটভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার ভোর ৫টার দিকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে সিজানের একটি অপারেশন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

জানা গেছে, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)।

ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড

করেন এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সরজমিনে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, মহান বিজয় দিবসে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খোরমা বিতরণ করছিল। তখন খুরমা বিতরণে কম হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। এরই একপর্যায়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের বাইরে গেটে ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে, তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা নিয়ে নাবালক অনভিজ্ঞ ড্রাইভার একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির পিছন দিক থেকে সজোরে হট্টগোলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেয়। তখন লোকনাথপুর স্কুলের নাইট গার্ড আশরাফুল এবং একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়।

এ বিষয়ে আহত সিজানের দাদি হালিমা বেগম বলেন, ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে আমার নাতি ভর্তি আছে। শনিবার ভোররাতে মাজায় একটা অপারেশন হয়েছে। মাজায় একটা রড দেওয়া হয়েছে। আগামী চার দিন পরে আরও একটা অপারেশন করতে হবে বলে ডাঃ জানান।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর গ্রামের মৃত নেন্টু মীর’র ছেলে মহাসিন বলেন, আমার চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একেবারেই অন অভিজ্ঞ শিশু ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। আসল ড্রাইভার পাশে বসে ছিল। ব্রেকে পা না দিয়ে এক্সেলেটারে পা দেয়ার কারণে গাড়ির গতি আরো বেড়ে যায়, যার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সিজানের বড় ভাই একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র নিশান বলেন, ঘটনাটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। স্কুলে ৬০ কেজি খুরমার বাজেট, কিন্তু ২০ কেজি বিতরণ করা হয়, এসব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হট্টগোল বাধে। পরে সবাই স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে হট্টগোল শুরু করে। তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা এসে ধাক্কা মারে।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাবেক মেম্বার সেন্টু হোসেন বলেন, শুনেছি স্কুল গেটের সামনে হট্টগোল হচ্ছিল। ওই অবস্থায় পেছন থেকে লাটা হাম্বা ধাক্কা মারলে দুজন গুরুতর আহত হয়, এর মধ্যে একজন স্কুলের নাইটগার্ড এবং আর একজন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

এবিষয়ে লাটাহাম্বা চালক সাব্বিরের পিতা রেজাউল বলেন, রাস্তার উপর ছেলেপেলে হট্টগোল করছিল,আমরা মনে করেছিলাম সবাই সরে যাবে। কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে সরেনি। যার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার কাদিপুর মরা গাং’র মাছ হরি লুট: সংঘর্ষের আশঙ্কা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কদিপুর মরাগাং এর মাছ লুট করে নিয়েছে এলাকার কিছু চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে মরাগং এ বেড়ী জাল ফেলে সব মাছ লুট করে নেয় তারা। মাছ লুটের ঘটনায় কাদিপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে গ্রামবাসীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কাদিপুর মরা গাংটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত। ওই গাং এ ব্যক্তিগতভাবে মাছ চাষের কোন সুযোগ নেই। গাংটি কাউকে সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া হয়নি। গাংটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত ছিল। গাংটি কাউকে ইজারা না দেওয়ার কারণে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাদিপুর গ্রামের সোলাইমান হকের ছেলে ওসমান (৪৫), ইসমাইল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮), মৃত জামাত আলীর ছেলে কামাল হোসেন (৪২), সাদেক আলীর জামাই হাফিজুল (৪৪), ভাগ্যিবান এর ছেলে মুনশাদ (৪৩), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৭), ইন্তাজ মাওলানার ছেলে আসাদুল হক (৪০) এসব মাছ লুট করছে বলে একাধিক প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গতকাল ভোর বেলা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তারা এসব মাছ লুট করে। এসময় স্থানীয়রা বাধা দিলেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে মরা গাং এর মাছ লুট করে নেয়।

এবিষয়ে ওসমান বলেন, আমরাই মাছ ছেড়েছিলাম আমরাই মাছ ধরে নিয়েছি। আবারও মাছ ছাড়বো।

এ বিষয়ে মুনসাদ বলেন, আমিও গাং এ পার্টনার ছিলাম। আমাদের মাছ আমরা ধরে নিয়েছি। গাংটি কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারিনী পুর গ্রাম এবং বাস্তব পুর গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি। কাদেরকে লিজের টাকা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার ঝামেলার কারণে কাউকে টাকা দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, সবাই জানে গাংটি উন্মুক্ত। শত শত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকেই সকলের সামনে গাং’র মাছ লুট করে নিয়ে যায়। তারা দুইদিন অর্থাৎ শুক্রবার ভোরে এবং শনিবার ভোরে মাছ লুট করে। শুক্রবার ভোরে যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে বলে জানতে পেরেছি। গতকাল শনিবার যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ কত টাকায় বেচাকেনা হয়েছে তা জানিনা।

উন্মুক্ত গাং’র মাছ এভাবে লুট করে নিয়ে গেলে যে কোন সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তিনি। গাংটি যখন কারো নামে সরকার লিজ দেইনি তাহলে গাং’র মাছ লুট করলে যেকোনো সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তারা। তিনি আরো বলেন আজ ভোরেও আবারো মাছ লুট হতে পারে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি আমি, বিষয়টি দেখছি।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর উত্থান , অত:পর…

জামায়াত-বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আলোচিত-সমালোচিত তরুন উদীয়মান রাজনীতিক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু। গেল মঙ্গলবার অনলাইন জুয়ায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার সম্পর্কে বেরিয়ে এসেছে বিচিত্রি সব তথ্য। কেউ বলেছে শিপু দানশীল ও পরপোকারী, কেউ বা বলেছে গরীবের বন্ধু, কারো কারো মুখে অনলাইন জুয়াড়ী, টেণ্ডারবাজ, নিয়োগ বাণিজ্যর হোতা। শিপুর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা। অনেকেই বলছে কেই এই শিপু? কিভাবে তার

উত্থান এই নিয়ে চলছে নানা আলোচনা আর সমালোচনা। কোটি কোটি টাকার মালিক শিপুর অর্থ সম্পদ হলো কিভাবে? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচের উৎস কি?

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের ফরাজি পাড়ার এক কৃষক পরিবারের সন্তান সাহিদুজ্জামান শিপু। বাল্যকালে ১৯৯৪ সালের ২৯মে সাহিদুজ্জামান শিপুর পিতা আব্দুল কুদ্দুস, দাদা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও দুই চাচা চরমপন্থিদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়। শিশু বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে বেড়ে ওঠে। শিপুর দাদা জামায়াত ইসলামের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাপ-চাচারা করতেন বিএনপি। শিপুর নানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। পারিবারিক নিরাপত্তার কারনে কারনে শিশু শিপুকে নিয়ে তার মা চলে আসেন গাংনীতে। মামা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মরহুম কামরুজ্জামান বুড়োর কাছেই লালিত পালিত হন শিপু। সংসারে তার লেখা পড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের কাছে নিয়ে যায় প্রয়াত ছাত্র নেতা কামরুজ্জামান বুড়ো। ছাত্র অবস্থায় জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। মকবুল হোসেনের আর্শিবাদে ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সহসভাপতির পদ পান তিনি। রাজনীতির অঙ্গনে লড়াকু সৈেনিকর ভুমিকায় অভিভুত হয়ে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন তার পার্সোনাল সেক্রেটারি (পিএস) হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই থেকেই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন শিপু। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে বিত্ত বৈভবের মালিক হন তিনি। টেণ্ডারবাজি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের নিয়োগ বাণিজ্যর মূল হোতা হয়ে উঠে তরুণ শিপু। মকবুল হোসেন এমপির মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়োগ ও টেণ্ডারবাজির সবটুকুই দেখভাল করতো শিপু।

সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ অনেককেই নানা ধরনের রোশানলে পড়তে হয়েছে তার কাছে। কথিত আছে মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছ থেকে নানা সময়ে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই সাহিদুজ্জামান শিপু। স্বার্থের টানা পোড়েনের কারনে এক সময় দুজনের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। সেই শত্রুতা দিনদিন দানা বেঁধে ওঠে। পরে আশরাফুল ইসলামের সার্থে সম্পর্কের ছেদ পড়ে। বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামানের বিপক্ষে বিভিন্ন সময় মিছিল মিটিং করতে দেখা যায় এই শিপুকে।

গেল জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচিত হলে মকবুল হোসেনের কাছ থেকে সরে এসে সাহিদুজ্জামান খোকনের আস্থা ভাজন হবার চেষ্টা করেন শিপু। এ চেষ্টায় সফলও হন তিনি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত কামরুজ্জামান বুড়োর স্বরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। শিপুর সাজানো অনুষ্ঠানে

মাদক, সন্ত্রাস ও অনলাইন জুয়াড়ি বিষয়ক শিপুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত তার অনলাইন জুয়ার আখড়ায় হানা দেয় পুলিশ। শুধু শিপুই নয়, তার সাথে তার আরো পাঁচজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। বেরিয়ে পড়ে থলের বিড়াল। সম্প্রতি গাংনী বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ ও উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিপু নিজেই বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১১ জনের নামে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হন। একটি সুত্র জানায়, শিপু নিজেই একজন অঘটন ঘটন পটিয়শি। নিজেই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিএনপির ওপর দায় চাপিয়েছেন। প্রশাসনও বিষয়টি আচ করতে পেরে গোপন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। তবে এব্যাপারে প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মর্তারা মুখে কোলুপ এঁটেছেন।
অপর একটি সুত্র জানায়, শিপু সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহন ও রাজনীতিতে তার পদার্পন। তাই সাবেক এমপি মকবুল হোসনে কে তিনি কোনদিনই পরিত্যাগ করেননি। বর্তমান সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সাথে মিশে থেকে কফিনের শেষ পেরেকটি মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। অনলাইন জুয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই কুটকৌশলের পখথটি রুদ্ধ। অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তার ব্যাক্তিগত কার্যালয় থেকে শিপুসহ আরো পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলে তার অফিস এলাকা এখন সুনশান নিরবতা। এর শেষ দেখার অপেক্ষায় আছেন অনেকেই। শিপু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বর্তমানে কারান্তরীণ। সহসা জামিন না পেলেও জামিনে যখন বের হবেন তখনও কি তার দাপট থাকবে, না কী শিক্ষা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তা দেখার অপক্ষোয় গাংনীবাসী।

এদিকে, শিপু আটকের পর তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পদধারী অনেক নেতা প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু পুলিশ অনড় থাকায় কোন সুপারিশ কাজে আসেনি।
আজ রবিবার শিপুর রিমাণ্ড আবেদনের উপর শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত ফ্রি আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা স্বাক্ষর করতে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার হাজী আরশাদ আলী কলেজের কৃষিশিক্ষার প্রভাষক ফারজানা সিমু ও ভুগোল বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক সামছুল আলমের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগি এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায় ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে প্রতি বিষয়ে ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

ধার্যকৃত টাকা না দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকিসহ ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর না করে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একছাত্র জানায়, ভূগোল পরীক্ষার খাতা বাবদ প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ২৪০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। টাকা না দিলে তাদের খাতায় স্বাক্ষর করা হয়না এবং তাদের ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

ভূগোলের সহকারী অধ্যাপক সামসুল আলমের কাছে এ টাকা আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি। আগে থেকেই এমন হয়ে আসছে, আমরাও ছাত্র জীবনে এর থেকে অনেক বেশি দিয়ে এসেছি বলে তিনি দাবী করেন।

কলেজের একাধিক ছাত্র জানায়, কৃষিশিক্ষা বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ সংশ্লিষ্ট প্রিভাষক ফারজানা সিমু ২০০ টাকা করে নিয়েছেন।

কলেজের ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে ২০০ টাকা করে ৫০হাজার টাকা উঠেছে। যেটাকে অনেকে সিজেনাল ইনকাম বলেও মনে করছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক ফারজানা সিমুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিতে টাকা তুলেছেন বলে জানান। এছাড়াও এক্সটার্নাল, ইন্টার্নাল ও পরীক্ষার কেন্দ্রে এই টাকা খরচ করেন বলেও জানান তিনি। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে ফোন দেওয়ার পর পরই

তিনি বিভিন্ন লোক মাধ্যমে নিউজ না করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন।

উল্লেখ যে, ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফি বাবদ বোর্ড নির্ধারিত খরচ পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার সময় নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানান উপজেলার সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী।

হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম মোত্তালেব হোসেন বলেন, ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর করে টাকা নিচ্ছে এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। তবে তিনি বলেন, আমি জন প্রতি ৪০ টাকা করে নিতে বলেছি যেটা কেন্দ্র পরিচালনায় বাড়তি খরচ হয়।এর বাইরে যে টাকা নিচ্ছে সেটা আমার অজানা। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয় তবে আমি এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহা করবেন এমনটাই পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের দাবি।

ঝিনাইদহে শিক্ষক কর্মচারী কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন’র বার্ষিক সভা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-২০২২ এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিাবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) এর সহযোগিতায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা (ভারপ্রাপ্ত) সমবায় অফিসার জাফর ইকবাল।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে কাল্ব গ-অঞ্চলের ডিরেক্টর আরিফ হাসান, প্রেসক্লাব সভাপতি এম রায়হান, উপজেলা সমবায় অফিসার কামরুন্নাহার,

কাল্বের জেলা ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সভাপতি কৃপা সিন্ধু বিশ্বাস, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সভাপতি নজরুল ইসলাম, সদস্য শাহানুর আলম ও দেলোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন। সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কাল্ব এর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ব্যবস্থাপক ফরহাদ হোসেন।

সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় ও কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ।

আলোচনা শেষে বিভিন্ন ইউনিটে সফলতা অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বক্তারা শিক্ষকদের ভাগ্যান্নয়নের জন্য এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সমাবায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন।

কোটচাঁদপুরে ‘দিগন্তবাণী’ পত্রিকার পাঠক সমাবেশে অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী পত্রিকার এক যুগ পূর্তি ও ১৩তম বর্ষে পর্দাপন উপলক্ষে আজ (শনিবার) এক পাঠক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাঃ শাহ জামান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন পবিত্র আল মদিনা মোনাওয়ারার মাসজিদ আল মাইমানির ইমাম (খাদেমুল হুজ্জাজ) আলহাজ্ব মোঃ রবিউল ইসলাম,কোটচাঁদপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র মোঃ জাহিদ হোসেন,জাতীয় পার্টির উপজেলা সভাপতি আব্দুল মাজেদ, সাহিত্যিক ও

লেখক মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মোঃ আব্দুস সালাম, (খাদ্য নিয়ন্ত্রক অব:) উপজেলা যুবলীগ আহ্বায়ক মীর মনিরুল আলম মনি এবং অথিতি পাঠকদের মধ্যে সহ-অধ্যাপক মোঃ আলতাফ উদ্দিন(জিটি কলেজ), যুবলীগ নেতা শেখ মঈনুদ্দিন, বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ আব্দুল হালিম। এ সময় সাংবাদিক মোঃ রায়হান উদ্দিন,মোঃ বাবলু মিয়া, দিগন্তবাণীর পাঠক মনোজ মালাকার, এইচ এম ইলিয়াস,নাবিল আব্দাল্লাহ আহমাদ, নাসিফ আব্দাল্লাহ মুহাম্মাদ, মোঃ বাববর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক মোঃ মঈন উদ্দিন খান।

পাঠক সমাবেশে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাঃ শাহ জামান ও প্রধান অতিথি আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ খান বক্তব্য রাখছেন।

গাংনীতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্বীকৃতির দাবীতে স্মরণসভা

মেহেরপুরের গাংনীতে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারি শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠিতে দিনব্যাপী স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস ও ভাটপাড়া মুক্ত দিবস উদযাপন কমিটির আয়োজনে স্মরণ সভার উদ্বোধন করেন লেঃ কর্নেল (অব) বীর মুক্তিযোদ্ধা মকছুদুল হোসেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধমকেতুর সঞ্চালনায় চারুশিল্পি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম।

মুখ্য আলোচক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিচারণ মুলক আলোচনা করেন সাবেক সচিব মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের কবি ও গবেষক ইতিহাসবিদ

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মহা ব্যবস্থাপক খালেদুজ্জামান জুয়েল, রাঙামাটি জেলা জজ আদালতের সহকারি জজ মিল্টন হোসেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ষাটের দশকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধুার অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের সম্মুখ যুদ্ধে বীরোচিত ভুমিকা পালন করে গাংনীর কাজলা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলির সাহসী জনগন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীণ সময়ে পাকবাহিনীর র্মিমমতায় রক্তাক্ত হয় ভাটপাড়া নীলকুঠি প্রাঙ্গন ও সাহারবাটির টেপুখালী মাঠ। নিপিড়িত শোষিত মানুষকে পাকিস্তানীদের হাাত থেকে রক্ষা করে একটি স্বাধীন রাষ্টের সুচনা করতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হন মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ট সংগঠক এমলাক হোসেন, উজির মালিথা, আবুল কাশেম সরকার, হাফিজউদ্দিন, আবুল কাশেম, নওপাড়া গ্রামের মজিবর রহমান, আফছার আলী মালিথা, শাকের আলী, জবতুল্লাহ, হিন্দা গ্রামের আজিজুল হক, বাবর আলী, মনসুর আলী, নুরবকসো, গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মুছা, ইরফান আলী ও ভাদু বিশ্বাসসহ নাম না জানা শহীদদের রক্তশ্রোতে লাল হয় সাহারবাটির টেপুখালির মাঠ। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং স্বাধীনতাকামী জনতার দুর্মর স্বপ্ন-শপথে উজ্জল হয়ে আছে এ জনপদের গ্রামগুলির ইতিহাস।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার ৫১ বছর পার হলেও সে সকল শহীদদের নাম স্মৃতিফলক আজো উন্মোচন করা হয়নি । রাস্ট্রীয়ভাবেও নেই তাদের স্বীকৃতি। তাদের পরিবারের দাবী ওই সকল শহীদদের জীবনের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাধীনতার পক্ষের স্রকার। দির্ঘদিন ক্ষমাতায় থাকাকালীণ সময়েও আজো তাদের রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি মেলেনি। ওই সকল শহীদদের রাষ্ট্রিয় ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানান পরিবার সহ এলকাবাসীর।

স্মরণসভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা,শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্য সহ গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। এর আগে সকাল ১০ টায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে নীলকুঠি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের

মেহেরপুরের কুলবাড়িয়া থেকে মহিলার লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া থেকে শাহানার খাতুন (৪০) নামের এক মহিলার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে কুলবাড়িয়া তালপট্টি মাঠে থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে নিয়েছে। নিহত শাহানারা খাতুন গাংনী উপজেলার সগলপুর গ্রামের মৃত রাহেদুল ইসলামের স্ত্রী।

কুলবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় ইউপি সদস্য রাজন হোসেন জানান, খবর পেয়ে এসে দেখি এখানে লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শাহানারা খাতুনের ছোট ছেলে সুজন হোসেন জানান, তার মা গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় নানী বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকে আর খোজ পাওয়া যায়নি। রাতে ফোন দিয়েও পাওয়া যায়নি। সকালে মাঠে কাজে যাওয়া যেয়ে দেখি মায়ের মরদেহ পড়ে আছে। তখন আমি লোকজন ডাক দিই।

স্থানীয় হাসেম আলী জানান, শাহানারা খাতুন সহগলপুর গ্রামের বাসিন্দা সকালে শুনে আমি এসে দেখি মরদেহ পড়ে।

শাহানারা খাতুনের বোনের ছেলে সুমন জানান, আমার খালু (শাহানারার স্বামী) প্রায় ২০ বছর আগে আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন। খালা দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাচ্ছিলো। হঠাৎ কিভাবে এমন ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছিনা।

মেহেরপুর সদর থানার অধিনস্ত বৈকন্ডপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ আব্দুল মতিন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের এক জোড়া সেন্ডেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন পাশে পড়ে থাকতে পাওয়া যায়।